‘আমি আসলে যে কোনো উপায়ে সব সময় আলোচনায় থাকতে চাই’

জয়নাল হাজারী

হাসিনার ফ্রাঙ্কেনস্টাইনদের অন্যতম ফেনীর জয়নাল হাজারী। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর পালিয়ে ভারতে চলে যান। তারপর কখনো ত্রিপুরা, কখনো দিল্লি আবার কখনো বা লন্ডনে অবস্থান করছেন বলে জানা যায়। নিজে থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় ফোন করে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন পলাতক জীবনে। তবে গত বেশ কিছুদিন ধরে তিনি আলোচনার বাইরে রয়েছেন। সম্প্রতি তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল। ৮ মে টেলিফোনে দীর্ঘ সময় কথা হয় জয়নাল হাজারীর সঙ্গে। তার সঙ্গে কথা হয় বিদেশের মাটিতে বসে। ধারণা করা হচ্ছে এখন তিনি এই দেশটিতেই অবস্থান করছেন। ধারণার কথা বলছি এই কারণে, যে টেলিফোনে হাজারীর সঙ্গে কথা হয়েছে সেই নম্বরটি আমার দেখার সুযোগ হয়নি। সোর্স ফোন করে ধরিয়ে দিলেন। কথা শুরু করলাম এক সময়ের দোর্দন্ড প্রতাপশালী গডফাদার জয়নাল হাজারীর সঙ্গে। সেই পরিচিত কণ্ঠ। দাম্ভিকতা আগের চেয়ে কমে গেছে বলেই মনে হলো। বাহ্যিক দর্শনেও নাকি পরিবর্তন এনেছেন হাজারী। যারা দেখেছেন তাদের বক্তব্য অনুযায়ী খুব ভালো করে খেয়াল না করলে এখনকার জয়নাল হাজারীকে চিনতে কষ্ট হবে... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গোলাম মোর্তোজা**

সাপ্তাহিক ২০০০ : কেমন আছেন?

জয়নাল হাজারী : ভালো থাকার তো কোনো কারণ নেই। ভালো থাকার তো কথাও নয়। বেঁচে আছি। কথা বলছি সেটাই তো বেশি। আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হয়েছিল তাতে তো বেঁচে থাকার কথা নয়।

২০০০ : কীসের ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন?

হাজারী : তারা যেভাবে বারো-তেরোশ’ লোক নিয়ে আমার বাড়ি ঘেরাও করলো, তাতে বোঝা যায় ষড়যন্ত্রের কথা। আমি তিনবারের নির্বাচিত এমপি। আর্মি-বিডিআর-কুকুর দিয়ে আমার বাড়ি ঘেরাও করানোটা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। তারা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

২০০০ : তারা বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন?

হাজারী : লতিফুর-খালেদা জিয়ারা।

২০০০ : খালেদা জিয়া তো তখন সরকারে নয়...

হাজারী : খালেদা জিয়াই তো লতিফুর রহমানকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়েছে। খালেদা জিয়া আমার জনপ্রিয়তাকে ভয় পায়। সে আমাকে মেরে

‘আর কী বিয়ে, বয়স হয়ে গেছে। এতোদিন যখন করিনি, এখন আর করা হবে না। মিন্টু বলল, বয়স কোনো ব্যাপার না। এখন কত কিছু বেরিয়েছে। তারপর সে আমাকে এক প্যাকেট ভায়াগ্রা দিল’

ফেলতে চায়। সে কারণেই আমার বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছিল।

২০০০ : আপনার কাছে থাকা অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্যই তো আপনার বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছিল।

হাজারী : আমার কাছে যদি অবৈধ অস্ত্র থেকে থাকে তাহলে সেগুলো গেলো কোথায়? আমার লাইসেন্স করা অস্ত্র তারা অবৈধ বলেছে।

২০০০ : কিছু অবৈধ অস্ত্র তো পাওয়া গেছে।

হাজারী : আমার বাড়ির পাশের কলেজে নাকি কিছু অস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলো আমার বাড়িতে এনে জড়ো করা হয়েছে। বলা হয়েছে এগুলো আমার অস্ত্র। বলা হলো আমার কাছে নাকি হাজার হাজার অবৈধ অস্ত্র ছিল। লতিফুর রহমান তার স্মৃতিকথায়ও লিখেছে, পাওয়া গেছে সামান্য অস্ত্র।

২০০০ : অস্ত্র ছাড়াও তো আপনার বাড়িতে নিষিদ্ধ আরো অনেক কিছু পাওয়া গেছে। সেগুলোর বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

হাজারী : তারা তো আমার বাড়িতে এসেছিল অবৈধ অস্ত্র খুঁজতে। এখন ভায়াগ্রা, কনডম খুঁজতে গেলে ভিন্ন কথা। তাছাড়া ভায়াগ্রা তো আমাদের দেশে নিষিদ্ধও নয়। ভায়াগ্রা যারা আবিষ্কার করেছে তারা প্রশংসিত হয়েছে। পুরস্কারও পেয়েছে।

২০০০ : ভায়াগ্রা কিন্তু বাংলাদেশে নিষিদ্ধ।

হাজারী : ভায়াগ্রা নিষিদ্ধ- এমন কথা আমি কোনো দিন শুনিনি, কোনো পত্রিকায়ও এমন খবর দেখিনি।

২০০০ : ভায়াগ্রা বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি সরকার। পত্রিকায়ও এমন খবর একাধিকবার এসেছে। যাই হোক, আপনি ভায়াগ্রা কীভাবে পেয়েছিলেন?

হাজারী : ভায়াগ্রা তো বাংলাদেশের সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। মিটফোর্ডের সব ওষুধের দোকানেই তো ভায়াগ্রা বিক্রি হয়।

২০০০ : আপনি মিডফোর্ড থেকে কিনেছিলেন?

হাজারী : না, আমি ভায়াগ্রা কিনিনি। আমাকে একজন দিয়েছিল।

২০০০ : কে দিয়েছিল?

হাজারী : আবদুল আউয়াল মিন্টু একদিন বলল, এবার একটা বিয়ে করে ফেলেন। আমি বললাম, আর কী বিয়ে, বয়স হয়ে গেছে। এতোদিন যখন করিনি, এখন আর করা হবে না। মিন্টু বলল, বয়স কোনো ব্যাপার না। এখন কত কিছু বেরিয়েছে। তারপর সে আমাকে এক প্যাকেট ভায়াগ্রা দিল।

২০০০ : আপনি কি ভায়াগ্রা ব্যবহার করেন?

হাজারী : না, আমি কোনো দিন ভায়াগ্রা ব্যবহার করিনি। যেভাবে মিন্টু দিয়েছিল, আমি সেভাবেই রেখে দিয়েছিলাম।

২০০০ : এখন আপনার সময় কাটছে কীভাবে?

হাজারী : কেটে যাচ্ছে একরকম। এখন তো আর আগের মতো ব্যস্ততা নেই।

২০০০ : ফেনীর রাজনীতির অবস্থা কী?

হাজারী : ফেনীর রাজনীতির অবস্থা স্বাভাবিকই বলা যায়। তবে আমাদের ওপর অনেক চাপ। আমাদেরকে তো কোনো কাজই করতে দিচ্ছে না। খালেদা জিয়ার তো আমার ওপর সবচেয়ে বেশি রাগ। কারণ সব বড় নেতার নিজের জেলায় শক্ত ভিত্তি থাকে। কিন্তু খালেদা জিয়ার সেটা ছিল না। নিজের জেলা ফেনীতে খালেদা জিয়ার কোনো ঘাঁটি ছিল না, আমার কারণে। আমাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যা যা করা সম্ভব তার সবই খালেদা জিয়া করেছে। এখনো করছে।

‘আমাকে নিয়ে লিখলে পত্রিকা বেশি বিক্রি হয়, তাই সবাই লেখে। লিখে কিন্তু আমার জনপ্রিয়তা কমানো যায়নি। নির্বাচনের সময় আমাকে এলাকায় যেতে দেয়া হয়নি। আমার কোনো পোলিং এজেন্ট ছিল না। তারপরও আমি ৭০ হাজার ভোট পেয়েছি’

২০০০ : বলা হয়, ফেনীতে হাজারী লীগের পরিবর্তে এখন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

হাজারী : এই প্রচারণাও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ। আমি বঙ্গবন্ধুর রাজনীতি করি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাস করি। ফেনীতে কখনো হাজারী লীগ ছিল না। আগেও আওয়ামী লীগ ছিল, এখনো আওয়ামী লীগ আছে। এখনো ফেনীর আওয়ামী লীগের কার্যক্রম আমিই পরিচালনা করছি।

২০০০ : আপনি তো এলাকায়ই যেতে পারছেন না। দল পরিচালনা করছেন কীভাবে?

হাজারী : আমি এলাকায় যেতে পারছি না, সেটা আপনি কীভাবে বুঝলেন?

২০০০ : আমরা কখনো দেখছি না, শুনছিও না যে, আপনি এলাকায় গেছেন।

হাজারী : পরিস্থিতির কারণে আমি হয়তো প্রকাশ্যে আসতে পারছি না। তবে এলাকায় নিয়মিত যাচ্ছি, খোঁজ-খবর রাখছি। হয়তো যাওয়া-আসাটা গোপনে করতে হচ্ছে। এর মধ্যে আমি আমার বাড়িতে অনেকবার গিয়েছি।

২০০০ : ফেনীর মাস্টারপাড়ার বাড়িতে গিয়েছেন?

হাজারী : হ্যাঁ, ফেনীর মাস্টারপাড়ার বাড়িতে গিয়েছি। গিয়ে দু'তিন ঘন্টা থেকে চলে এসেছি। দল কীভাবে চলবে, কী করতে হবে- এসব কথা বলে চলে এসেছি।

২০০০ : আপনাকে তো ফেনী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

হাজারী : এটা আপনাদের একটা ভুল ধারণা। আমাকে পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়নি। আমি যেহেতু সরাসরি কাজ করতে পারছি না, সে কারণে একজনকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। ফেনী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এখনো আমিই আছি। আমাকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি। আমি প্রকাশ্যে আসলে তো আমাকে সভাপতি করা হবে।

২০০০ : টিপু সুলতান হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় আপনাকে এক নম্বর আসামি করা হয়েছে।

হাজারী : এটাই তো তাদের হাতিয়ার। আমার বিরুদ্ধে যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হয়েছিল, এটা তারই অংশ।

২০০০ : আপনি তো একটি জেলার নেতা। আপনার বিরুদ্ধে কেন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হবে?

হাজারী : আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না হলে তো খালেদা জিয়া জিততে পারতো না। খালেদা জিয়াকে ক্ষমতায় আনার জন্য আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

২০০০ : টিপু সুলতান বলেছে, আপনার নির্দেশে আপনার সন্ত্রাসীরাই তাকে প্রহার করেছে।

হাজারী : টিপু সুলতানকে তারা ব্যবহার

করেছে। টিপু এমন কোনো সাংবাদিক না, এমন কোনো রিপোর্টও সে আমার বিরুদ্ধে করেনি যে তাকে আমি মারবো। ইনকিলাব সব সময় আমার বিরুদ্ধে লেখে। জনকণ্ঠ তো আওয়ামী লীগেরই মুখপত্র। তারাও আমার বিরুদ্ধে লেখে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদে বড় করে ছবি দিয়ে আমার বিরুদ্ধে লিখেছেন। সেই আপনাদেরই আমি কিছু বললাম না। টিপুকে কেন বলতে যাব!

২০০০ : আমাদের হয়তো কাছাকাছি পাননি।

হাজারী : আমার বিরুদ্ধে লিখলে আমি কাউকে কিছু বলি না। আমাকে নিয়ে লিখলে পত্রিকা বেশি বিক্রি হয়, তাই সবাই লেখে। লিখে কিন্তু আমার জনপ্রিয়তা কমানো যায়নি। নির্বাচনের সময় আমাকে এলাকায় যেতে দেয়া হয়নি। আমার কোনো পোলিং এজেন্ট ছিল না। তারপরও আমি ৭০ হাজার ভোট পেয়েছি। বর্তমান সংসদের কমপক্ষে ২০০ এমপি আমার চেয়ে কম ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়ে এসেছে। আমি এরশাদের সময় জাফর ইমামকে পরাজিত করে এমপি হয়েছি। তারপরও পত্রিকাগুলো সব সময় আমার বিরুদ্ধে লেখে।

হাজারী : আমি তো দেশে যাওয়া-আসার মধ্যে আছি। আপনারা আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করতে চান না। আপনি দেশে ফিরবেন কবে?

২০০০ : ১০ মে।

হাজারী : আপনার টেলিফোন নম্বর দেন। ১৫ মে'র মধ্যে ঢাকায় আপনাকে আমি ফোন করবো। তারপর বাংলাদেশের টিএন্ডটি'র একটি নম্বর দেব আপনাকে। আপনি সেই নম্বরে ফোন করলে আমি ধরবো। তাহলে নিশ্চয় আপনার বিশ্বাস হবে আমি দেশে যাওয়া-আসার মধ্যে আছি।

২০০০ : আপনি তো দেশ থেকে গোপনে বের হয়েছিলেন। এখন বিভিন্ন দেশে কীভাবে যাতায়াত করছেন?

হাজারী : আমার তো ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট। যেদিন আমার বাড়ি ঘেরাও করা হলো তার তিন মাস আগে আমি ব্রিটেনের ভিসা নিয়েছিলাম। আর ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্টে ভারতে যেতে তো ভিসা লাগে না।

'১৫ মে'র মধ্যে ঢাকায় আপনাকে আমি ফোন করবো। তারপর বাংলাদেশের টিএন্ডটি'র একটি নম্বর দেব আপনাকে। আপনি সেই নম্বরে ফোন করলে আমি ধরবো। তাহলে নিশ্চয় আপনার বিশ্বাস হবে আমি দেশে যাওয়া-আসার মধ্যে আছি'

২০০০ : সবগুলো পত্রিকা আপনার বিপক্ষে লেখে কেন? এর কারণ কী?

হাজারী : কারণ তো এক কথায় বলা মুশকিল। আমাদের দেশের শিল্পপতিরা, রাজনীতিবিদরা তেল দিয়ে চলে। আমাদের দলের নেতারাও পত্রিকাকে তেল দিয়ে চলে। কিন্তু আমি কাউকে তেল দিয়ে চলি না। এ কারণেই তারা আমার বিরুদ্ধে লেখে। আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়।

২০০০ : আপনার ক্লাস কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটির খবর কী?

হাজারী : তারা এলাকায় আছে। কিন্তু ক্লাস কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি, কোনো কিছুই তো করতে দিচ্ছে না। আমার বাড়ি, অফিস, পত্রিকা, অডিটোরিয়াম সবই তো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ছয় মাস আগে ফেনী কলেজে একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলার চার্জশিটে আমি আসামি। সরকার একদিকে বলছে আমি দেশে নেই, আবার মামলায় আসামি করে প্রমাণ করছে আমি দেশেই আছি।

২০০০ : আপনি দেশে ফিরবেন কবে?

২০০০ : তারপর কোথায় গেলেন?

হাজারী : দিল্লি হয়ে লন্ডনে চলে এসেছিলাম।

২০০০ : আপনি কী বৈধভাবেই ভারতে গিয়েছিলেন?

হাজারী : হ্যাঁ, বৈধভাবেই ভারতে গিয়েছিলাম।

২০০০ : তারপর কী করলেন?

হাজারী : রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে যেকোনো দেশেই পেতাম। কিন্তু আমি কোথাও রাজনৈতিক আশ্রয় চাইনি। চাইবোও না। আপাতত আত্মগোপন থেকে কাজ করবো। এই সরকারের যা অবস্থা তাতে আর বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। অল্প দিনের মধ্যেই মধ্যবর্তী নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনে আমরা বিপুলভাবে বিজয়ী হবো। তবে আমি এটা চাই না। আমি চাই খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাক। মানুষ তার কুৎসিত চেহারা দেখুক। আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসুক। তারা যেভাবে করেছে আমরাও সেভাবে তাদের ক্ষমতা থেকে বিদায় করবো। তাদের অবস্থা এমন করবো যে ১০০ বছরের মধ্যে আর কোনো দিন ক্ষমতায় আসতে পারবে না।

২০০০ : তারা যেভাবে করেছে..

হাজারী : না না, আমি বলতে চেয়েছি, তারা যেটা করেছে আমরা সেটা করবো না।

২০০০ : বলা হয় গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের পেছনে আপনার কর্মকান্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

হাজারী : এটা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা। ষড়যন্ত্র না হলে আমার কারণে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয়ী হতো।

২০০০ : আপনাকে গডফাদার বলা হয় কেন?

হাজারী : গডফাদার বিষয়টা কী? কেন বলা হয় আমি তো বুঝি না। যারা গোপনে কুকর্ম করে, সন্ত্রাসীদের লালন করে, তাকে বলা হয় গডফাদার। আমি তো গোপনে কিছু করি না। যা করি সব প্রকাশ্যে। তাহলে আমাকে কেন গডফাদার বলা হবে?

২০০০ : অভিযোগ আছে, আপনিও সন্ত্রাসী বাহিনী পালন করেন।

হাজারী : আমি কেন সন্ত্রাসী বাহিনী পালন করবো। আমি তো প্রকাশ্যে সব কাজ করি। গডফাদাররা তো করে গোপনে।

২০০০ : অনেক দিন পর আপনার সঙ্গে কথা বললাম। আপনি কী আর বিশেষ কিছু বলবেন?

হাজারী : আমি ফেনীবাসীকে ধৈর্য ধরতে বলবো। অচিরেই এই জালিম সরকার বিদায় নেবে। তখন আবার শান্তি ফিরে আসবে। আমাকে আসলে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আগামী দু'বছর কোনো সাক্ষাৎকার না দিতে। আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম কিছু দিন কথা বলবো না। কিন্তু সে কথা রাখতে পারলাম না। আমি তো আর কোরআন শরিফ ছুঁয়ে শপথ করিনি। আমি আসলে সব সময়ই আলোচনায় থাকতে চাই।

২০০০ : সেটা যেকোনো উপায়েই হোক?

হাজারী : হ্যাঁ, যেকোনো উপায়ে আমি সব সময় আলোচনায় থাকতে চাই। দুই মাস আলোচনায় না থাকলে মনে হয় আমি মারা গেছি। তখন আবার আমি যেকোনো উপায়ে আলোচনায় আসতে চাই।